তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ১৩৮৬

**সাম্প্রদায়িক বিভাজনকারীদের হাতে দেশ স্বস্তিতে থাকে না**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

সাম্প্রদায়িকভাবে দেশকে বিভাজনকারীদের হাতে দেশ কখনো স্বস্তিতে থাকে না বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। তিনি বলেন, ‘বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে দেশে যে স্বস্তি বিরাজ করছে, যারা নির্বাচন আসলে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ায়, তারা যদি ক্ষমতায় আসে তবে মানুষের মাঝে এই স্বস্তি আর থাকবে না।’

আজ রাতে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার স্বনির্ভর রাঙ্গুনিয়া ইউনিয়নের শান্তিনিকেতন সার্বজনীন দুর্গাপূজা মণ্ডপ পরিদর্শনকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, ‘২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করার পর সারাদেশে কিভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল এটি আপনারা দয়াকরে ভুলে যাবেন না। তারা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প যেমন ছড়ায়, তেমনি ফিলিস্তিনে যখন পাখি শিকার করার মতো মানুষ শিকার করা হয়, তখন কিছু বলে না। তারা ক্ষমতার জন্য সব করতে পারে। এদেরকে চিনে রাখতে হবে।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের সরকার দেশে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বিধান করেছে, মানুষের মাঝে এখন স্বস্তি নিশ্চিত হয়েছে। বর্তমানে মানুষের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং সামর্থ্য আছে বিধায় প্রতি বছর দুর্গাপূজা মণ্ডপের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অন্যথায় এটি হতো না। এই বছর ৩৪ হাজারেরও বেশি পূজা মণ্ডপে দুর্গোৎসব হচ্ছে। প্রতিবছরই সারা দেশে কয়েকশ করে পূজামণ্ডপ বৃদ্ধি পায়।’

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আমাদের দেশ সবার। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবার মিলিত রক্তস্রোতের বিনিময়ে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। আমাদের বাংলাদেশে পূজা উৎসব শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, সব সম্প্রদায়ের মানুষ সেই উৎসবে সামিল হয়। এটিই আবহমান বাংলার সংস্কৃতি। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকার ক্ষমতায় আছেন বিধায় হিন্দু সম্প্রদায়সহ সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বস্তি আছে।’

সনাতন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের দেশে কে কোন ধর্মাবলম্বী বা কোন সম্প্রদায়ের সেটি কখনো বিবেচনা করা হয় না। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সবাই এদেশের নাগরিক। সেভাবেই সবাই মিলেমিশে একাকার। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগই একমাত্র অসম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাস করে। সামনের নির্বাচনে এই কথাগুলো সবাইকে বিবেচনায় রাখতে হবে।’

পরে মন্ত্রী উপজেলার আরো বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করে সনাতন সম্প্রদায়ের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

রাঙ্গুনিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বজন কুমার তালুকদার, রাঙ্গুনিয়া পৌরসভার মেয়র মো. শাহজাহান সিকদার, উত্তরজেলা আওয়ামী লীগ নেতা আকতার হোসেন খান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রহিম, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক জসিম উদ্দিন তালুকদার, জেলা যুব লীগের সহসভাপতি শামসুদ্দোহা সিকদার আরজু, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন রিয়াজ, পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সনাতন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/রফিকুল/শামীম/২০২৩/২১৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৮৫

**ইস্তাম্বুলস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের কার্যালয়ে ‘শেখ রাসেল দিবস ২০২৩’ উদ্‌যাপন**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

 ইস্তাম্বুলস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেলের ৬০ তম জন্মদিন এবং ‘শেখ রাসেল দিবস ২০২৩’ উদ্‌যাপন করেছে।

 দিবসটি উপলক্ষ্যে কনস্যুলেটের উদ্যোগে ইস্তাম্বুল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের নিয়ে একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শেখ রাসেল, বাংলাদেশের পতাকা ও মানচিত্র এবং বাংলার গ্রাম ও প্রকৃতি এই বিষয়গুলোর ওপর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু-কিশোর অংশগ্রহণ করে।

 এরপর প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে কনস্যুলেটর ফ্রেন্ডশিপ হলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নূরে-আলম উপস্থিত অতিথিবৃন্দদের নিয়ে শহিদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। অতপর দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ করা হয়।

 কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নূরে-আলম বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি শহিদ শেখ রাসেলের জীবন এবং দিবসটির প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। কনসাল জেনারেল শেখ রাসেল হত্যাকাণ্ডকে বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্গনের নিকৃষ্টতম উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন। কনসাল জেনারেল উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশিদের তাদের সন্তানদের বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি জানা ও লালন করার ওপর গুরূত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, আজকের শিশুরা ভবিষ্যতের কাণ্ডারি, তারাই সামনের দিনগুলোতে নেতৃত্ব দিবে। একটি সুখী-সমৃদ্ধ-সাম্যের পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ও আজকের শিশুদের আদর্শ মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

 অনুষ্ঠানে শহিদ শেখ রাসেলসহ ১৫ আগস্টে শহিদ সকল সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

নূরে আলম/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ১৩৮৪

**স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নতুন প্রজন্ম আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি**

 **-- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

দাউদকান্দি (কুমিল্লা), ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জনে ডিজিটাল প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন স্মার্ট মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর অপরিহার্য। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নতুন প্রজন্ম আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। তাদেরকে ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহারে দক্ষ করে তুলতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

মন্ত্রী আজ কুমিল্লার দাউদকান্দি পৌরসদরে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিক্ষক-অভিভাবক ও শিক্ষার্থী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তুমি স্মার্ট হলে বাংলাদেশ স্মার্ট হবে। এখনকার যুগে বাস করে তোমরা যদি কোনো ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করতে না পার তবে তোমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন প্রতিটি শিক্ষার্থী ব্যাগে বই নয়, একটি ল্যাপটপ নিয়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যেই দেশের সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলের ছেলে মেয়েদের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উদ্যোগে এসওএফ তহবিলের অর্থায়নে ৬৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পার্বত্য অঞ্চলে ২৮টি পাড়াকেন্দ্রে ডিজিটাল কনটেন্টের পাঠ দানের মাধ্যমে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের অভিযাত্রা শুরু হয়েছে। আরো এক হাজারটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের কাজ চলছে। তিনি বলেন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান প্রচলিত পাঠদান পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং স্মার্ট মানব সম্পদ তৈরির জন্য কার্যকর একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা এক বছরের পাঠ্যক্রম দুই মাসেই সহজে আয়ত্বে আনতে সক্ষম বলে জানান তিনি।

মোস্তাফা জব্বার বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের যদি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, তাহলে বিশ্বের যেকোনো মানদণ্ডকে তারা অতিক্রম করতে পারবে। তিনি বলেন, প্রযুক্তিগত কারণে ডিজিটাল শিক্ষা শিশুদের জন্য যতটা বোধগম্য হয় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় তা হয় না। প্রচলিত শিক্ষা ডিজিটাল শিক্ষায় রূপান্তর না হলে কঠিন চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে মোকাবিলা করতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাতারা এনসিটিবির সিলেবাস ও পাঠ্য সূচির বিষয়গুলো ডিজিটাইজ করবে। তবে প্রয়োজনে পাঠ্যসূচির সহায়ক বিষয়ও ডিজিটাইজ করতে হবে।

মোহাম্মদ আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজয় ডিজিটালের সিইও জেসমিন জুই বিজয় ডিজিটালের তৈরি প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ের ডিজিটাল কনটেন্ট উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে দাউদকান্দি উপজেলা চেয়ারম্যান মেজর (অব.) মোহাম্মদ আলী সুমন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সালমা ফেরদৌস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশপাকুজ্জামান, দাউদকান্দি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মহিনুল হাসান, পৌরমেয়র নাইম ইউসুফ সেইন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/রফিকুল/শামীম/২০২৩/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ১৩৮৩

**তত্ত্বাবধায়কের নামে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে ক্ষমতা যাওয়াই বিএনপির লক্ষ্য**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

কুমিল্লা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিএনপি'র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে দাবি বিএনপি নিজেই এক সময় মানতে চায়নি, বাধ্য হয়েছিল তা মানতে, এখন আবার জাতির সামনে তত্বাবধায়ক দাবি এনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে করে ক্ষমতা যাওয়াই তাদের উদ্দেশ্য।

মন্ত্রী আজ কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ পোমগাঁও নিজ বাসভবনে উপজেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের সাথে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী এ সময় লাকসাম ও মনোহরগঞ্জে বিগত পাঁচ বছরে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যত উন্নয়ন হয়েছে তা এর আগে কখনোই এ অঞ্চলে হয়নি। মন্ত্রী এ সময় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যে বাংলাদেশকে এক সময় অবজ্ঞা, অবহেলা ও অসম্মান করা হতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদেশকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

মোঃ তাজুল ইসলাম এ সময় মেট্রোরেল, পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদাহরণ দিয়ে বলেন, এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হবে। কিন্তু বিএনপি'র এসব উন্নয়ন প্রকল্প ভালো লাগে না কারণ তারা দেশকে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে চায়।

#

হেমায়েত/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৮২

**বিদেশিদের ‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’ চলচ্চিত্রটি দেখা উচিত**

 **-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

বিদেশিদের ‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’ চলচ্চিত্রটি দেখা উচিত। তাহলে বাংলাদেশ কী সে সম্পর্কে তারা জানতে পারবেন, আমাদের বঞ্চনা ও স্বপ্নের কথা তারা বুঝতে পারবেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন আজ রাজধানীর মহাখালীতে এসকেএস টাওয়ারের স্টার সিনেপ্লেক্সে ‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’ চলচ্চিত্রটি দেখার পর সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে অনুভূতি প্রকাশকালে এসব কথা বলেন। পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কত ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সেটি এই চলচ্চিত্রে নির্মোহভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইতিহাসের সত্য ঘটনা এই চলচ্চিত্রে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, আমাদের নতুন প্রজন্মের সবার এই চলচ্চিত্রটি দেখা উচিত। এতে তারা দেশের ইতিহাস সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানতে পারবে।

উল্লেখ্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকায় নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিক এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য এই চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের আয়োজন করে। ঢাকাস্থ বিদেশি মিশনের কূটনীতিকবৃন্দ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ সপরিবারে চলচ্চিত্রটি উপভোগ করেন।

#

মোহসিন/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ১৩৮১

**সংসদ সদস্য মোঃ শাহজাহান মিয়ার মৃত্যুতে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দের শোক**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

পটুয়াখালী-১ আসনের সংসদ সদস্য, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোঃ শাহজাহান মিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ।

পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

মরহুম মোঃ শাহজাহান মিয়ার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক; পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন; বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

          এছাড়া নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী; পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক; পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক; সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ; মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এবং ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান শোকপ্রকাশ করেছেন।

#

এনায়েত/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ১৩৮০

**শকুন ও রাজনীতির কাক থেকে দেশ বাঁচাতে হবে, বিএনপি’র পতনযাত্রা ডুববে যমুনা বা বুড়িগঙ্গায়**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

 তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘দেশটা যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন দেশের ওপর শকুনের দৃষ্টি পড়েছে। আর সেই শকুনের সহযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনীতির কাকেরা। এই শকুন আর রাজনীতির কাকদের হাত থেকে দেশটাকে রক্ষা করতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘জিয়াউর রহমান ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে বিএনপি গঠনের সময় বিভিন্ন দলের নেতারা কাকের মতো সেই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করার জন্য জড়ো হহয়েছিলেন। তারা রাজনীতির কাক। বিদেশি শকুনের দৃষ্টি যখন দেশের ওপর পড়েছে তখন রাজনীতির কাকেরা তাদের সহযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা বিদেশিদের দিকেই তাকিয়ে থাকে।’

 আজ বন্দরনগরী চট্টগ্রামের শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সমসাময়িক প্রসঙ্গে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আগামী ২৮ তারিখ নাকি বিএনপি সরকারের পতনযাত্রা শুরু করবে, গত বছরের ১০ ডিসেম্বর নয়াপল্টন অফিসের সামনে থেকেও সরকারের পতনযাত্রা শুরু করতে চেয়েছিল, সেটি গোলাপবাগের গরুর হাটে গিয়ে মারা পড়েছিল।’ তিনি বলেন, ‘এবারও সরকারের বিরুদ্ধে পতনযাত্রা শুরু করতে গিয়ে বিএনপি নিজেদের পতনযাত্রা শুরু করবে এবং যমুনা কিংবা বুড়িগঙ্গা নদীতে গিয়ে ডুবে যাবে। আর চট্টগ্রামে করলে কর্ণফুলী নদী কিংবা বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দেয়া হবে। আসলে ২৮ তারিখে বিএনপি একটা বড় পিকনিক করতে চায়। আমরা পিকনিক থেকে ওদেরকে বুড়িগঙ্গায় নৌকা বাইচে পাঠিয়ে দেব ইনশাল্লাহ।’

 পাশাপাশি নিজ দলের পরিচয় তুলে ধরে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'আওয়ামী লীগ জনতা ও রাজপথের দল। আওয়ামী লীগের জন্মই হয়েছে দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করার জন্য। ২১ বছর বুকে পাথর বেঁধে বিরোধী দলে থেকে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি। আমরা জানি রাজপথে কাকে কিভাবে মোকাবেলা করতে হয়।'

 ফিলিস্তিন ইস্যুতে আবারও বিএনপির কঠোর সমালোচনা করেন সম্প্রচারমন্ত্রী। হাছান বলেন, ‘ফিলিস্তিনে শিশুহত্যা, হাসপাতালে বোমা হামলায় আটশ’ মানুষ হত্যা, গীর্জায় হামলা করে ১৮ জনকে হত্যা, এভাবে প্রতিদিন মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের প্রতিবাদে সমগ্র বিশ্ব যখন মুখর, তখন ‘শকুন’রা নাখোশ হতে পারে সেই ভাবনায় বিএনপি কোনো কথা বলে না। ‘শকুন’রা দেশের সমস্ত সম্পদ লুট করে নিলেও বিএনপি নিশ্চুপই থাকবে। তারা আবার দেশ পরিচালনার স্বপ্ন দেখে। এদের হাতে দেশটাকে তুলে দেয়া যাবে না। এদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে।’

 শিশু-কিশোরদেরকে উন্নত মানবিক রাষ্ট্রের ধারণা দিয়ে মন্ত্রী হাছান বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শিশুদেরকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। শিশু শেখ রাসেল ছিল মেধাবী ও মানবিক। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার বক্তব্য-আলোচনায় আপনারা সেটা শুনেছেন। আমরা উন্নত রাষ্ট্র চাই, একইসাথে চাই মানবিক রাষ্ট্র গঠন করতে। রাস্তায় দামি গাড়ি চলবে আর রাস্তার পাশে কোনো অসহায় মানুষের প্রতি কেউ ফিরেও তাকাবে না -এমন রাষ্ট্র আমরা চাই না।'

 বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার সভাপতি জাবেদ জাহাঙ্গীর টুটুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এটিএম পেয়ারুল ইসলাম। প্রধান আলোচক ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মিয়া মনসফ।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শেখ মনিরুজ্জামান লিটন, সহসভাপতি ইঞ্জিনিয়ার গোলাম নওশের আলী, চট্টগ্রাম উত্তর জেলার উপদেষ্টা মোহাম্মদ আকতার হোসেন খান, সাদাত আনোয়ার সাদী, পৃষ্ঠপোষক হেলাল মোহাম্মদ নূরী, লায়ন আবদুল মান্নান, মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের সদস্য আ ম ম দিলশাদ, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন বাবুল প্রমুখ।

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ১৩৭৯

**সাবেক উপমন্ত্রী ফখরুল ইসলাম মুন্সীর মৃত্যুতে**

**নৌ-প্রতিমন্ত্রী এবং পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম মহানায়ক, সাবেক অর্থ উপ-মন্ত্রী, সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, এপি গ্রুপের চেয়ারম্যান, দেবিদ্বারের কৃতি সন্তান এ এফ এম ফখরুল ইসলাম মুন্সীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ও পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক।

পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, ফখরুল ইসলাম মুন্সী আজ রাজধানীর একটি হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

#

জাহাঙ্গীর/গিয়াস/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর : ১৩৭৮

**আব্দুর রউফ চৌধুরী একজন সত্যবাদী ও সাহসী মানুষ ছিলেন**

 **--নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর), ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, মরহুম আব্দুর রউফ চৌধুরী একজন সত্যবাদী, সাহসী ও আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন। আদর্শের প্রশ্নে কখনো আপস করেননি। যে আদর্শের বীজ রোপণ করে গেছেন সেটাই হচ্ছে সত্য ও সুন্দরের পথ। সেই আদর্শের ভিত্তিতেই এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। সেই আদর্শের ভিত্তিতেই বাংলাদেশ পৃথিবীর কাছে জাতিসত্তা হিসেবে পরিচয় পেয়েছে। তিনি আমাদেরকে যে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখিয়েছেন আমরা সে পথ ধরেই হাঁটছি। সেই পথ ধরেই বাংলাদেশ আজকে বিশ্বের কাছে বিস্ময়কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলার আব্দুর রৌফ চৌধুরী মিলনায়তনে বোচাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, ভাষা সৈনিক, বৃহত্তর দিনাজপুরের বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী মরহুম আব্দুর রৌফ চৌধুরীর ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকীর স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যে যত বড়ই টাকাওয়ালা হোক না কেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ করতে হলে আদর্শের ভিত্তিতে চলতে হবে। যে বাংলাদেশকে জিয়াউর রহমান জটিল বাংলাদেশে পরিণত করেছিল সেই বাংলাদেশকে প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা সত্য ও সুন্দরের পথে এগিয়ে নিয়ে চলছেন।

বোচাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সৈয়দ হোসেনের সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বজলুল হক, আবুল কালাম আজাদ, কামরুল হুদা হেলাল, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুকুজ্জামান চৌধুরী মাইকেল, আওয়ামী লীগের সংগঠনিক সম্পাদক রায়হান কবির সোহাগ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এ কে এম মুস্তাফিজুর রহমান বাবু, সেতাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মোহাম্মদ আসলাম, বোচাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদ আফসার আলী প্রমুখ।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে মরহুমের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এবং সেখানে তাঁর আত্মার শান্তির জন্য মোনাজাত করেন।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২৩/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ১৩৭৭

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ১৭ শতাংশ। এ সময় ৪২৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৫৪৯জন।

#

সুলতানা/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২৩/১৭৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৭৬

**মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে কাজ করছে সরকার**

 **-খাদ্যমন্ত্রী**

নওগাঁ, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর):

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে কাজ করছে সরকার। এসময় তিনি নতুন প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের কল্যাণে আত্ননিয়োগ করার আহবান জানান। আজ নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায় বাঐচন্ডি আলিম মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে চার তলা একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন ।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, সরকার সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে কাজ করছে। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় সনদের সরকারি স্বীকৃতি দিয়েছে বর্তমান সরকার। খাদ্যমন্ত্রী বলেন বর্তমান সরকারের উপকারভোগী সবদলের, সব ধর্মের মানুষ। সরকারের বিরোধীতা যারা করে, তারা এই সরকারের আমলে আরো বেশি সুবিধা পেয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় মুক্তিযোদ্ধাদের সন্মানীভাতা দেওয়া হচ্ছে। তাদের বীর নিবাস করে দিয়েছে সরকার। বিধবাভাতা, বয়স্কভাতা,প্রতিবন্ধীদের ভাতাসহ শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিচ্ছে সরকার।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে উন্নত করতে হলে সকল নাগরিককে এক কাতারে আনতে হবে। সুষম উন্নয়ন করতে হবে। সেটা বিবেচনায় নিয়ে সকলের জন্য উন্নয়নের কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসময় তিনি উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মো: সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইমতিয়াজ মোরশেদ, নওগাঁ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো: আবু সাইদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হাসান বিপ্লব, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আবুজার।

#

কামাল/গিয়াস/জুলফিকার/সাঈদা/কলি/মাসুম/২০২৩/১৪১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৭৫

**পটুয়াখালী-১ আসনের এমপি মো. শাহজাহান মিয়ার ইন্তেকালে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

পটুয়াখালী-১ আসনের সংসদ সদস্য, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. শাহজাহান মিয়ার ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮৩ বছর বয়সে শাহজাহান মিয়ার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সংবাদে শোকাহত মন্ত্রী প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোকবার্তায় তথ্যমন্ত্রী হাছান বলেন, মরহুম শাহজাহান ভাই ধর্ম প্রতিমন্ত্রী হিসেবে, তিনবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও প্রায় টানা দুই দশক পটুয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে দেশ ও সমাজের জন্য বড় ভূমিকা রেখেছেন। তার মৃত্যুতে আমরা একজন কর্মবীর মানুষকে হারালাম।

**প্রধান তথ্য কমিশনারের শোক**

অ্যাডভোকেট মো. শাহজাহান মিয়ার ইন্তেকালে আরও শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন একই জেলা পটুয়াখালীর সন্তান প্রধান তথ্য কমিশনার ড. আবদুল মালেক।

তিনি তার শোকবার্তায় প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন ও শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

আকরাম/গিয়াস/জুলফিকার/সাঈদা/কলি/মাসুম/২০২৩/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৭৪

**বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবেই সকল ধর্মের নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে**

 **-স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

বাংলাদেশের সংবিধানে সকল ধর্মের নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে উল্লেখ করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা লড়াই করেছিলাম ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকল অন্যায় অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। আমাদের সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা, যা সব ধর্মের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বারিধারা ডিওএইচএস পূজা কমিটি আয়োজিত সর্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৩ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, কোন ধর্মই অন্য কোন ধর্মকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও অসম্মান করার শিক্ষা দেয় না, কিছু দুষ্কৃতিকারী ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা আদায় করার জন্য সহজ সরল মানুষকে ধোঁকা দেয়। ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টিকারীদের হতে সাবধান থাকার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে সকল ধর্ম বর্ণের মানুষের সমান অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধর্ম যার যার, উৎসব সবার-নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্গাপূজা উৎসবের সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ফেসবুকসহ সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর মত হীনকাজের বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেকোনো তথ্য নিশ্চিত না হয়ে বিশ্বাস করা যাবে না। ইসলাম ধর্ম কখনোই অন্য ধর্মের উপর আঘাত করতে বলেনা, ধর্মীয় সহনশীলতা ইসলাম ধর্মের অন্যতম সৌন্দর্য। বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু অথবা সংখ্যালঘু বলে কোন বিষয় নেই, আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় আমরা মানুষ এবং বাংলাদেশি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কর্নেল (অবঃ) ফারুক খান।

#

হেমায়েত/গিয়াস/জুলফিকার/ সাঈদা/কলি/মাসুম/১১৩০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৭২

**জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ‘জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৩’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘আইন মেনে সড়কে চলি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি’ বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

টেকসই উন্নয়ন ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে উন্নত ও দক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকারের গৃহীত নানামুখী উদ্যোগ পরিবহন খাতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। দেশব্যাপী গড়ে তোলা হয়েছে বিস্তৃত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। ‘প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১' অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সব মহাসড়ক ছয় লেন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে আট লেনে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সম্প্রতি মেট্রোরেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে যুগে প্রবেশ করেছে। কর্ণফুলির বুক চিরে তৈরি করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু টানেল। বাঙালির আত্মমর্যাদার প্রতীক পদ্মা সেতু চালুর মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটেছে দক্ষিণাঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থার। এছাড়া সহজ, আরামদায়ক ও ঝুঁকিমুক্ত সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিতকল্পে সড়ক ডিভাইডার নির্মাণ, ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক সরলীকরণ, ফ্লাইওভার, আন্ডারপাস, ওভারপাস নির্মাণ, ট্রাফিক সাইন ও সিগন্যাল স্থাপন/পুনঃস্থাপন, গাড়ি চালকদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানামুখী উদ্যোগ ও কার্যক্রম অব্যাহত আছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এসব পদক্ষেপ স্বপ্নের এক নতুন বাংলাদেশ তৈরি করেছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সড়ক নিরাপত্তা। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সড়কে মোটরযানের সংখ্যা ও সড়ক দুর্ঘটনা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনায় মানুষের শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি হয়, অনেক পরিবার চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। সড়কে দুর্ঘটনা রোধকল্পে সরকারের গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপের পাশাপাশি মালিক, শ্রমিক, যাত্রী, পথচারী ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-নিষেধ জানা ও সেগুলো মেনে চলার বিকল্প নেই। সড়ককে দুর্ঘটনামুক্ত করতে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত ও সকলের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/গিয়াস/জুলফিকার/সাঈদা/কলি/মাসুম/১১৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

 **আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৭৩

**জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৫ কার্তিক (২১ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বছর ৭ম ‘জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘আইন মেনে সড়কে চলি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি’ যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ক্ষতিগ্রস্ত সকল সড়ক ও সেতু মেরামত করে যোগাযোগ অবকাঠামো পুনঃস্থাপন করেন। তিনি ১৯৭৪ সালের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল সেতু পুনর্নির্মাণ করে চলাচলের উপযোগী করেন, পাশাপাশি তিনি ৪৯০ কি.মি. নতুন সড়ক নির্মাণ করেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতির পিতা সড়ক পরিবহন খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করে আধুনিক সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কার্যক্রম শুরু করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরাপদ সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ও সময় সাশ্রয়ী যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন সম্প্রসারণের নিমিত্তে কাজ করে যাচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নকৃত স্বপ্নের বহুমুখী পদ্মা সেতুসহ সমগ্র দেশে বিস্তৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

আমরা সড়ক পরিবহন ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়নের পাশাপাশি নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করি। সড়ককে নিরাপদ করতে ডিভাইডার স্থাপন, বাঁক সরলীকরণ, সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ, মহাসড়কে চালকদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ ও গতি নিয়ন্ত্রক বসানোসহ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়ন, দক্ষ চালক তৈরি এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে টাস্কফোর্স গঠন করেছি। আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের সরকারের লক্ষ্য।

এবারই প্রথম সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির পরিবারকে এককালীন অন্যূন ৫ (পাঁচ) লাখ টাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গহানিসহ আহত ব্যক্তিকে অন্যূন ৩ (তিন) লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে স্বয়ংক্রিয় মোটরযান ফিটনেস সেন্টার চালু করা হয়েছে। ই-ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তনের মাধ্যমে বিআরটিএ’র প্রায় সকল সেবা ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ৬ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ‘বাংলাদেশ রোড সেফটি প্রজেক্ট’ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধ তথা সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে সরকারের পাশাপাশি পরিবহন মালিক, শ্রমিক, যাত্রী, পথচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে একযোগে কাজ করতে হবে। আমি প্রত্যাশা করি, নিরাপদ সড়কের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা অনাকাঙ্ক্ষিত সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করতে পারব, ইনশাল্লাহ।

আমি ‘জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/গিয়াস/জুলফিকার/ সাঈদা/কলি/মাসুম/১১৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ